বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/৩রা আশ্বিন, ১৩৯৮

এস,আর,ও নং ২৭৮-আইন/৯১- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৭নং আইন) এর ধারা ১২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয় করিলেনঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা। এই বিধিমালা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) "আইন" অর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৭ নং আইন);

(খ) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(গ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(ঘ) "বিভক্তি সংখ্যা" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সদস্যগণের জন্য বরাদ্দকৃত বিভক্তি সংখ্যা;

(ঙ) "স্পীকার" অর্থ জাতীয় সংসদের স্পীকার।

৩। ভোটার তালিকা। নির্বাচন কমিশন ধারা ৩(২) অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণের বিভক্তি সংখ্যা, নাম এবং নির্বাচনী এলাকা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উল্লিখিত তালিকা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

৪। মনোনয়নপত্র।- (১) রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র "ফরম-ক" অনুযায়ী হইবে।

(২) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবক বা সমর্থক কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালে নির্বাচনী কর্তার কার্যালয়ে তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইবে। নির্বাচনী কর্তা প্রত্যেক মনোনয়নপত্র প্রাপ্তীর তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও অন্যান্যা বিবরণী ফরম "খ"তে বিধৃত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা। প্রার্থীগণ, তাঁহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থক মনোনয়নপত্র পরীক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। নির্বাচনী কর্তা উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া গৃহীত হইলে ঐ প্রার্থীর পক্ষে দাখিলকৃত অপর মনোনয়পত্র আর পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

৬। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।- বিধি ৫এর অধীন মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর নির্বাচনী কর্তা ফরম "গ"তে বৈধভাবে মনোনিত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ডে সার্টিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৭। প্রার্থীতা প্রত্যাহার। বৈধভাবে মনোনিত প্রার্থী স্বয়ং বা তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর স্বীয় পূর্ণ স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত নোটিশের দ্বারা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে অফিস চলাকালে নির্বাচনী কর্তার নিকট তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। নির্বাচন কর্তা উক্ত নোটিশের অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ডে সার্টিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৮। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর যদি বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা একের অধিক হয়, তাহা হইলে নির্বাচনী কর্তা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের বাংলা আদ্যক্ষর ক্রমানুসারে তাঁহাদের নামের তালিকা ফরম "ঘ"-তে প্রকাশ করিবেন এবং উল্লেখিত তালিকার অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ডে সার্টিয়া দিবেন।

৯। ব্যালট পেপার। ধারা ১০(৩) অনুসারে ব্যালট পেপার ফরম "ঙ" অনুযায়ী ছাপানো হইবে।

১০। নষ্ট ব্যালট পেপার। যদি কোন ভোটার তাঁহাকে প্রদত্ত ব্যালট পেপার এমনভাবে নষ্ট করেন যে উহা বৈধ ব্যালট পেপার হিসেবে আর ব্যবহার করা যায় না তাহা হইলে নির্বাচনী কর্তা নষ্ট ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া উক্ত ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। ভোট গ্রহণকালে শৃঙ্খলা রক্ষা।- (১) জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্পীকার সংসদের অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় শৃঙ্খলার স্বার্থে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নির্বাচন পরিচালনায় শৃঙ্খলার জন্য নির্বাচনী কর্তাও সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকিবেন।

(২) ভোট গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের বৈঠকে নির্বাচনী প্রচার করা বা এই উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য কিংবা ভাষণ দেওয়া যাইবে না।

১২। ভোট গণনা। (১) ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর নির্বাচনী কর্তার সম্মুখ ব্যালট বাক্স হইতে ব্যালট পেপারসমূহ বাহির করা হইবে। প্রথমেই প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূল প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পৃথকভাবে গণনা করা হইবে। গণনা হইতে সেই সকল ব্যালট পেপার বাদ দিতে হইবে যাহাতে,-

(ক) ভোটারের পূর্ণ স্বাক্ষর নাই; অথবা

(খ) এমনস্থানে স্বাক্ষর রহিয়াছে যাদ্বারা ভোটার কোন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নাঃ

তবে ভোটারের স্বাক্ষর রহিয়াছে বেশী অংশ যে ঘরে পড়িবে ভোটার সেই প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। অন্যথায় তাঁহার ভোট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে গণনাকৃত ব্যালট পেপার মোতাবেক প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের এবং গণনা হইতে বাদ দেওয়া ভোটের একটি বিবরণী ফরম "চ" তে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার সম্পর্কে কেউ আপত্তি উত্থাপন করিলে উহার উপর নির্বাচনী কর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ এবং গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথক প্যাকেটে রাখিতে হইবে। অতঃপর প্রত্যেক প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা এবং অনান্য বিবরণী প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী ফরম "ছ" তে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচনী কর্তা নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রাদি পৃথক পৃথক প্যাকেটে রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেনঃ

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার;

(খ) নষ্ট ব্যালট পেপার;

(গ) ভোটকক্ষে ব্যবহৃত ও চিহ্নিত ভোটার তালিকা;

(ঘ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি;

(ঙ) নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।

(৬) ধারা ৭, ধারা ৮, ধারা ১১ অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত মর্মে নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

১৩। কাগজপত্রাদী সংরক্ষণ। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ বর্ণিত ফলাফলের বিবরণী, ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি ও অনান্য কাগজপত্রাদি এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হইবে।

১৪। ভোটকক্ষে প্রবেশাধিকার। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিনে গ্যালারীসহ সংসদ কক্ষে প্রার্থী, ভোটার এবং ভোটগ্রহণে সহায়তাকারী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য সকলের প্রবেশাধিকার নির্বাচনী কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৫। নির্বাচন কমিশনকে সহায়তাদান। এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে নির্বাচনী কর্তা আদেশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে যে কোন দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদানের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন।

১৬। কতিপয় বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্দেশ প্রদান। যে কার্যের জন্য এই বিধিমালায় বিধান করা প্রয়োজন, অথচ উহার জন্য কোন বিধান বা পর্যাপ্ত বিধান করা হয় নাই, সেই কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাচনী কর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; তবে উক্তরূপ নির্দেশ আইনের কোন বিধানের পরিপন্থী হইতে পারিবে না।

ফরম ক

.....গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র

.....[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য].....

(প্রস্তাবক পূরণ করিবেন)

আমি এতদ্বারা জনাব/বেগম.....
পিতা/স্বামী.....
ঠিকানা.....কে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে প্রস্তাব করিতেছিঃ

(ক) প্রস্তাবকের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা.....
.....

(খ) জাতীয় সংসদের.....নম্বর নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত সদস্য;

(গ) জাতীয় সংসদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বিভক্তির সংখ্যা.....।

স্থান ....
তারিখ ..... প্রস্তাবকের পূর্ণ স্বাক্ষর

..... (সমর্থক পূরণ করিবেন)

আমি এতদ্বারা উপরে বর্ণিত প্রার্থীর মনোনয়ন প্রস্তাব সমর্থন করিতেছিঃ

(ক) সমর্থকের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা.....
.....

(খ) জাতীয় সংসদের.....নম্বর নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত সদস্য;

(গ) জাতীয় সংসদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বিভক্তির সংখ্যা.....।

স্থান ....
তারিখ ..... সমর্থকের পূর্ণ স্বাক্ষর

(মনোনীত প্রার্থীর ঘোষনা এবং বিবৃতি)

আমি .....
পিতা/স্বামী.....
ঠিকানা.....
সংবিধান এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য অযোগ্য নহি এবং উপরে বর্ণিত মনোনয়ন প্রস্তাবে আমি সম্মতি প্রদান করিয়াছি।

স্থান ....
তারিখ ..... মনোনীত প্রার্থীর পূর্ণ স্বাক্ষর

(নির্বাচনী কর্তা পূরণ করিবেন)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা.....

এই মনোনয়ন পত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক.....কর্তৃক .....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

স্থান ....
তারিখ ..... নির্বাচনী কর্তা।

(পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখান সম্পর্কে নির্বাচনী কর্তার সিদ্ধান্ত)

আমি এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছিঃ

.....
.....

তারিখ ....
নির্বাচনী কর্তা।

প্রাপ্তী স্বীকারপত্র

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক ..... কর্তৃক .....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়পত্র.....তারিখে.....ঘটিকায় পরীক্ষা করা হইবে। প্রার্থী অথবা প্রস্তাবক অথবা সমর্থক ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

তারিখ ....
নির্বাচনী কর্তা।

ফরম খ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের বিবরণী সম্বলিত রেজিষ্টার

[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	মনোনয়নপত্র যাহার অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম	মনোনয়পত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	প্রস্তাবকের নাম ও বিভক্তি সংখ্যা	সমর্থকের নাম ও বিভক্তি সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

ফরম গ

রাষ্ট্রপতি পদে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রস্তাবকের নাম এবং বিভক্তি সংখ্যা	সমর্থকের নাম এবং বিভক্তি সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

স্থান ....
তারিখ ..... নির্বাচনী কর্তা।

ফরম গ

রাষ্ট্রপতি পদে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ঠিকানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী.....তারিখে.....ঘটিকা হইতে .....পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান ....
তারিখ ..... নির্বাচনী কর্তা।

ফরম ঙ

ব্যালট পেপার

[বিধি ৯ দ্রষ্টব্য]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি	রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার	
	ভোটারের বিভক্তির সংখ্যা.....	
ক্রমিক সংখ্যা.....	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	ভোটারের পূর্ণ স্বাক্ষর
ভোটারের নাম		
ভোটারের বিভক্তির সংখ্যা		
ভোটারের পূর্ণ স্বাক্ষর		

ফরম চ

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ

[বিধি ১২(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব/বেগম.....(প্রার্থীর নাম)
পিতা/স্বামী.....ঠিকানা.....
.....
সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান ....
তারিখ ..... নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

ফরম ছ

ব্যালট পেপারের হিসাব

[বিধি ১২(৪) দ্রষ্টব্য]

১। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মুদ্রিত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা.....
২। ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা.....
৩। ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা.....
৪। বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা.....
৫। নষ্ট বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা.....

তারিখ ....
নির্বাচনী কর্তার স্বাক্ষর

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।